প্রথম আলোর শ্রুতি সংস্করণ

পত্রিকার সংবাদ শোনাও যাচ্ছে

নুরুন্নবী চৌধুরী | *তারিখ: ১৭-০৯-২০১০*

‘আজ প্রথম আলোর শেষ পৃষ্ঠায় ঈদের বাজার নিয়ে একটা প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। আমি বাসায় ফোন করে ভাইকে বললাম পড়ে শোনাতে। সে আমাকে পত্রিকার খবরটা পড়ে শোনাল। তবে এখন থেকে আরেকজনের সহযোগিতায় পত্রিকা পড়তে হবে না। প্রথম আলো আমি নিজে নিজেই পড়তে, মানে শুনতে পাচ্ছি।’

কথাগুলো একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের। ১ সেপ্টেম্বর ইন্টারনেট প্রথম আলোর শ্রুতি সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তিনি।অনুষ্ঠানে আরও যে ক’জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন আবেগাপ্লুত। প্রযুক্তির কল্যাণে প্রথম আলোর সংবাদ এখন কারও সাহায্য ছাড়াই শোনা যাবে। যা ছাপা হয়েছে বা যা আছে প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে, তা এমপিথ্রি ফাইলের মাধ্যমে যখন ইচ্ছা তখন শুনে নিতে পারবেন যেকেউ।

প্রযুক্তির নতুন সেবা

একদল কর্মীর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে চালু হওয়া প্রথম আলো শ্রুতি সংস্করণটি আসলে লেখা থেকে কথা বলার (টেক্সট টু স্পিচ)। এতে করে খুব সহজে শোনা যাবে প্রথম আলোয় প্রকাশিত সব খবর। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, নিরক্ষরসহ সাধারণ ব্যবহারকারীরাও এ সুবিধা পাবেন। বাংলা পত্রিকার সংবাদ পড়ে শোনার এ ব্যাপারটা নতুন এক উদ্যোগ। আর তাই শ্রুতি সংস্করণ চালু অনুষ্ঠানে নিজের দারুণ ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন অনেকেই। ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশন ওয়ার্কিং উইথ দ্য ডিজঅ্যাবলের সহকারী সমন্বয়ক (কর্মসূচি) দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নাজমা আরা বেগম বলেন, ‘অনেক দিন ধরেই প্রথম আলো পড়ি, তবে তা অন্যের সাহায্য নিয়ে। নতুন এ সেবা চালু হওয়ায় এখন প্রিয় সংবাদপত্র সহজে পড়তে (শুনতে) পারব, যা সত্যিই অনেক আনন্দের।’ এ সুবিধার মাধ্যমে প্রথম আলোর ছাপা সংস্করণে প্রকাশিত সংবাদগুলো শোনা যাবে অডিওর মাধ্যমে। শুরু থেকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্রেনদেনিং গভর্নমেন্ট ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন প্রোগ্রামের প্রকল্প কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম খান বলেন, ‘এত দিনে যে কাজটি অন্যজনের সহায়তায় করতে হতো, তা আমরা নিজেরাই এখন পারব, যা সত্যিই অনেক আনন্দের।’

যেভাবে হলো

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিসার্চ অন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসের (সিআরবিএলপি) সহায়তায় চালু হয়েছে এ কার্যক্রমটি। সিআরবিএলপি এই শ্রুতি সংস্করণের টেক্সট টু স্পিচ সফটওয়্যার তৈরি করেছে। এ কাজটি নিয়ে নির্মাতারাও ছিলেন বেশ আগ্রহী। আর তাই প্রথম আলো শ্রুতি সংস্করণ চালু অনুষ্ঠানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আইনুন নিশাত এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে, সফটওয়্যারটির আরও উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে জানান। এ ব্যাপারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম আলোর মধ্যকার সহযোগিতা আরও দৃঢ় করতে তিনি সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শ্রুতি সংস্করণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান জানান, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, নিরক্ষর ব্যক্তিসহ যারা পত্রিকা পড়তে পারেন না তাদের জন্যই প্রথম আলোর এই শ্রুতি সংস্করণ। শুধু এ কার্যক্রমেই নয়, ভবিষ্যতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আরও কাজ করার ব্যাপারে প্রথম আলো কাজ করবে বলেও জানান তিনি।

এমন সুবিধা পেয়ে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী রাসেল হাসান বলেন, ‘সাধারণ ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি আমাদের জন্যও এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।’ তিনি বলেন, ‘প্রযুক্তিসুবিধা ব্যবহারের ফলে এখন আমরা দৈনন্দিন খবরও জানতে পারব একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির মতোই।’

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিআরবিএলপির প্রধান অধ্যাপক মুমিত খান জানান, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ করপোরেশন (আইডিআরসি) নামের একটি সংগঠনের আর্থিক সহায়তায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিআরবিএলপি এ সফটওয়্যার নিয়ে কাজ শুরু করে। পাঁচ বছর ধরে কাজ চলছে। বাংলা ভাষাকে প্রযুক্তির বিভিন্ন কাজে যাতে ব্যবহার করা যায় সে লক্ষ্যেই

এমন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। শ্রুতি সংস্করণ সম্পর্কে তিনি জানান, প্রথম আলোর শ্রুতি সংস্করণে বাংলা টেক্সট টু স্পিচের একেবারে প্রাথমিক সংস্করণ (১.০) রয়েছে। পরবর্তী সংস্করণের কাজ শুরু হয়েছে। যা ধীরে ধীরে আরও উন্নত করা হবে। আর এ কাজটি করতে চালিয়ে যেতে হবে গবেষণা। গবেষণায় কাজ করে যাচ্ছেন সিআরবিএলপির সদস্য ফিরোজ আলম, মুর্তজা হাবিব, কামরুল হায়দার, নাইরা খানসহ অনেকে। বাংলা টেক্সট টু স্পিচের এই প্রযুক্তির প্রোগ্রামিং সংকেত উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ফলে কোনো প্রোগ্রামার চাইলে এই সফটওয়্যারের উন্নয়ন করতে পারবেন।

শ্রুতি সংস্করণে বাংলা লেখা থেকে পড়াটা এখনো কিছুটা যান্ত্রিক (রোবোটিক) রয়েছে।শব্দের মান উন্নয়নের কাজ চলছে।

যেভাবে শোনা যাবে

প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে (.-.) প্রথম আলো শ্রুতি সংস্করণটি পাওয়া যাবে। সাইটের প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ পাশে নিচের দিকে প্রথম আলো শ্রুতি লিংকে ক্লিক করতে হবে। পৃষ্ঠা ও বিভাগের নাম অনুযায়ী প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদগুলোর এমপিথ্রি ফাইল পাওয়া যাবে। ফাইলে ক্লিক করলেই সংবাদ শোনা যাবে। জানালেন প্রথম আলোর তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রধান শাহ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। তবে শুরুতে যেহেতু এ প্রক্রিয়াটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, তাই শব্দ আরও স্পষ্ট, কথা বলাটা আরও সাবলীল করার সুযোগ রয়েছে।এ ব্যাপারে কাজ চলছে বলে জানান তিনি। বলেন, সরাসরি . - . / ঠিকানার ওয়েবসাইট থেকেও এ সংস্করণ পাওয়া যাবে। প্রতিটি নির্দিষ্ট পাতার সংবাদ একটি ফাইলে গুচ্ছাবস্থায় থাকবে, যা ওয়েব থেকে নামিয়ে (ডাউনলোড) শোনা যাবে। এ ছাড়া বিভিন্ন ই-মেইল ঠিকানায় প্রথম আলো শ্রুতি সংস্করণের লিংকগুলো নিউজ লেটার হিসেবে চলে যাবে প্রতিদিন সকালে। এই লিংক থেকে এমপিথ্রি ফাইলগুলো নামানো যাবে। এ ছাড়া আগ্রহী ব্যক্তিরা ই-মেইল ঠিকানায় প্রথম আলো সংবাদের এমপিথ্রি পেতে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা প্রথম আলোর নিউ মিডিয়া বিভাগে পৌঁছে দিতে পারেন টেলিফোনে বা অন্য কারও মাধ্যমে। আগ্রহীদের নিউজ লেটার পাঠানো হবে।

চালু হওয়ার পর প্রথম আলো শ্রুতি সংস্করণ শুনছেন অনেকেই। ব্যবহার করছেন অনেক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।তাঁদেরই একজন ডিসঅ্যাবল চাইল্ড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাসরিন জাহান।জানালেন, 'এই উদ্যোগ নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। শব্দের মান এখন যা আছে তাতে বোঝা যায়।' টেলিটক বাংলাদেশের কলসেন্টার অপারেটর খাইরুল আজম বলেন, 'পড়ে শোনানো সংবাদগুলো শুনতে এখনো কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।আশা করি ধীরে ধীরে এ সমস্যা কেটে যাবে। তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য এমন উদ্যোগসত্যিই প্রশংসনীয়।'

প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশেও চেষ্টা চলছে বাংলা ভাষায় আমাদের উপযোগী প্রযুক্তি সেবা চালু করার। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তরুণ প্রজন্মের প্রযুক্তিবিদরা। ভবিষ্যতেও তাঁদের এ চেষ্টা প্রযুক্তিগতভাবে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে, মানুষের কাজকে সহজ করে দেবে–এই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রথম আলো

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬
ই-মেইল :@-.